

অভিনন্দন!



১৯ তম জন্মদিন
স্মরণীয় হোক
প্রথম রক্তদানে



অজেয় ১৯

স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন

স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম ॥ শুরুর কথা

আমাদের দেশে প্রতি বছর প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ ব্যাগ রক্ত প্রয়োজন। প্রয়োজনীয় রক্তের একটি বড় অংশই আসে পেশাদার রক্ত বিক্রেতাদের কাছ থেকে। আর পেশাদার রক্ত বিক্রেতাদের অধিকাংশই সিফিলিস, হেপাটাইটিস-বি, হেপাটাইটিস-সি বা এইডসে আক্রান্ত। ফলে এই দূষিত রক্ত পরিসঞ্চালিত হয়ে রক্ত গ্রহীতাও প্রায়শই আক্রান্ত হন দুরারোগ্য ব্যাধিতে। দূষিত রক্তের অভিশাপ থেকে মুমূর্ষু মানুষকে রক্ষা করার জন্যে নিরাপদ ও সুস্থ রক্তের প্রয়োজনীয়তা এখন সচেতন মানুষ বুঝতে পেরেছেন। তাই তারা এগিয়ে এসেছেন স্বেচ্ছায় রক্তদানে। এ কার্যক্রমে যত বেশি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন এগিয়ে আসবে তত দ্রুত আমরা দূষিত রক্তের অভিশাপ থেকে মুক্তি পাবো।

দেশের প্রবীণ রক্ত পরিসঞ্চালনবিদ প্রফেসর ডা. মুজিবুর রহমানের তত্ত্বাবধানে ১৯৭২ সালের ১০ জুন জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলাম নিজ রক্তদানের মাধ্যমে বাংলাদেশে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমের সূচনা করেন। ১৯৭৮ সালে সন্ধানী এবং ১৯৮১ সালে রেড ক্রিসেন্ট এ কাজে সম্পৃক্ত হওয়ার মাধ্যমে সাংগঠনিকভাবে বাংলাদেশে স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। পরবর্তীতে এগিয়ে এসেছে অরকা (১৯৮২), বাঁধন (১৯৯৭) বা লায়স বাংলাদেশের মতো রক্ত সংশ্লিষ্ট স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলো। এই পথ ধরেই ১৯৯৬ সালে কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম শুরু হয় এবং ২০০০ সালে আধুনিক ল্যাব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এ কার্যক্রম লাভ করে নতুন মাত্রা।



বিশ্ব রক্তদাতা দিবসে প্রাক্তন স্বাস্থ্য উপদেষ্টা মেজর জেনারেল ডা. এ এস এম মতিউর রহমান (অব) এর কাছ থেকে স্বেচ্ছা রক্তদাতাদের উদ্বুদ্ধকরণে বিশেষ অবদানের জন্যে ক্রেস্ট গ্রহণ করছেন কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের পক্ষে পরিচালক সমন্বয় মিসেস সুরাইয়া রহমান। ১৪ বছরের প্রচেষ্টায় কোয়ান্টাম গড়ে তুলেছে ৩১,৭৬১ জন আজীবন রক্তদাতাসহ দুই লক্ষ ১৫ হাজার ৮৬ জন রক্তদাতার সুসংগঠিত ব্লাড ডোনার পুল।

কোয়ান্টাম রক্তদান কার্যক্রমের বিশেষত্ব

- প্রতি ইউনিট রক্ত ও রক্ত উপাদান স্বচ্ছ দান।
- FDA অনুমোদিত উন্নতমানের (CPDA-1) ব্যাগে সযত্নে রক্ত সংগৃহীত ও নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় সংরক্ষিত।
- নিখুঁত ক্রস-ম্যাচিং অর্থাৎ থ্রি-ফেজ কম্পাটিবিলিটি (কক্ষ তাপমাত্রায়, ৩৭° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় এবং ইনডাইরেক্ট কুম্বস টেস্ট) টেস্ট করা হয়।
- নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় বিশেষজ্ঞদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে পরিচালিত আন্তর্জাতিক মানের আধুনিক ল্যাবে রয়েছে সেল সেপারেটর সেন্ট্রিফিউজ মেশিন, -৯০° সেলসিয়াস তাপমাত্রার ডিপ ফ্রিজ, প্লাটিলেট ইনকিউবেটর এবং এলাইজা মেশিনসহ প্রয়োজনীয় সকল যন্ত্রপাতি।
- বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) নির্ধারিত মৌলিক পাঁচটি স্ক্রিনিং (হেপাটাইটিস-বি, হেপাটাইটিস-সি, সিফিলিস, এইডস এবং ম্যালেরিয়া) বাধ্যতামূলকভাবে সম্পন্ন করা হয়।
ফলে ল্যাব থেকে সরবরাহকৃত রক্তের ব্যাপারে সারা দেশের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা এখন পুরোপুরি আস্থাশীল।

রক্তদাতাকে প্রদেয় সেবা

- প্রতিবার রক্তদানের পর রক্তদাতা উপহার হিসেবে পাচ্ছেন রক্তবাহিত পাঁচটি রোগের (হেপাটাইটিস-বি, হেপাটাইটিস-সি, সিফিলিস, এইডস এবং ম্যালেরিয়া) স্ক্রিনিং রিপোর্ট।
- রক্তদাতা রক্তদানের পরই পাবেন ডোনার কার্ড।
- রক্তদাতা নিজ দেহের প্রয়োজনে জমাকৃত প্রতি ব্যাগ রক্ত ফেরত পাবেন কোনো প্রসেসিং খরচ ছাড়া। অর্থাৎ রক্তের ব্যাগ ও স্ক্রিনিং খরচ বাবদও কোনো অর্থ দিতে হবে না। অতিরিক্ত (সঞ্চিত রক্তের সমপরিমাণ) প্রতি ইউনিটে প্রসেসিং খরচ মাত্র ৫০%।
- রক্তদাতা তার মা-বাবা, স্বামী/স্ত্রী বা সন্তানের জন্যে প্রসেসিং খরচে (সঞ্চিত রক্তের সমপরিমাণ) ছাড় পাবেন ২০%।
- তিনবার রক্তদান করার পর আজীবন রক্তদানের প্রতিশ্রুতি দিলে রক্তদাতা পাবেন সিরামিকসে মুদ্রিত সুদৃশ্য সম্মাননা স্মারক এবং বিশেষ আইডি কার্ড ও সনদপত্র।
- ১০ বার রক্তদান করে **লাইফ লং ব্লাড ডোনার সিলভার ক্লাব** এর সদস্য হলে রক্তদাতা পাবেন বিশেষ সম্মাননা মেডেল, আইডি কার্ড ও সনদপত্র।
- ২৫ বার রক্তদান করে **লাইফ লং ব্লাড ডোনার গোল্ডেন ক্লাব** এর সদস্য হলে রক্তদাতা পাবেন নিজ ছবি সম্বলিত সুদৃশ্য গোল্ডেন ট্রফি।

রক্তদানের উপকারিতা



- রক্তদান ধর্মীয় দিক থেকে অত্যন্ত পুণ্য বা সওয়াবের কাজ। ‘একজন মানুষের জীবন রক্ষা করা সমগ্র মানবজাতির জীবন রক্ষা করার মতো মহান কাজ।’ (সূরা মায়েদা : ৩২)
‘নিঃশর্ত দানের জন্যে রয়েছে চমৎকার পুরস্কার। তারা লাভ করে আশীর্বাদধন্য দীর্ঘজীবন ও অমরত্ব।’ (ঋগ্বেদ: ১.১২৫.৬)
- মুমূর্ষু মানুষকে রক্তদান করে আপনি পাবেন মানসিক তৃপ্তি।
- রক্তদান স্বাস্থ্যের জন্যে উপকারি। রক্তদানের সাথে সাথে শরীরের মধ্যে অবস্থিত ‘বোন ম্যারো’ নতুন কণিকা তৈরির জন্যে উদ্দীপ্ত হয়। দু সপ্তাহের মধ্যেই নতুন রক্ত কণিকা জন্ম হয়ে এ ঘাটতি পূরণ করে। আর বছরে তিন বার রক্তদান রক্তদাতার লোহিত কণিকাগুলোর প্রাণবন্ততা বাড়িয়ে দেয়।
- ইংল্যান্ডে মেডিকেল পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, নিয়মিত স্বেচ্ছা রক্তদাতারা দুরারোগ্য রোগ-ব্যাদি থেকে প্রায়ই মুক্ত থাকেন। রক্তদাতার হৃদরোগ ও হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি অনেক কম।

শরীরের বাড়তি রক্তটুকুই দান করুন



১৮ থেকে ৬০ বছর বয়সী কমপক্ষে ৪৫ কেজি ওজনের অধিকারী যে-কারো রক্তচাপ স্বাভাবিক থাকলে এবং তিনি শারীরিকভাবে সুস্থ হলে রক্ত দিতে পারেন প্রতি চার মাস পর পর। আর আপনি আপনার শরীরের বাড়তি রক্ত থেকেই রক্তদান করছেন। কারণ, প্রাপ্তবয়স্ক একজন সুস্থ মানুষের দেহে প্রতি কেজিতে ৫০ মিলিলিটার রক্তের প্রয়োজন হয়। কিন্তু প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের দেহে প্রতি কেজিতে ৭৬ মিলিলিটার এবং প্রাপ্তবয়স্ক একজন মহিলার দেহে প্রতি কেজিতে ৬৬ মিলিলিটার রক্ত থাকে। এই হিসাবে—

- ৫০ কেজি ওজনের প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থ পুরুষের দেহে অতিরিক্ত রক্তের পরিমাণ $(৭৬ - ৫০ = ২৬ \times ৫০) = ১৩০০$ মিলিলিটার।
- ৫০ কেজি ওজনের প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থ মহিলার দেহে অতিরিক্ত রক্তের পরিমাণ $(৬৬ - ৫০ = ১৬ \times ৫০) = ৮০০$ মিলিলিটার।
- রক্তদানের নির্দিষ্ট ব্যাগে রক্ত গ্রহণ করা হয় মাত্র (রক্তদাতার শারীরিক অবস্থা বিবেচনায়) ৩৫০ থেকে ৪৫০ মিলিলিটার।



১০ম ও ২৫ তম রক্তদাতা সম্মাননা অনুষ্ঠানে লাইফ লং ব্লাড ডোনার সিলভার ও গোল্ডেন ক্লাবের সদস্যরা। প্রতিমাসেই অনুষ্ঠিত হচ্ছে শত আজীবন রক্তদাতা সম্মাননা অনুষ্ঠান।

একটি অনুরোধ, সবার প্রতি

প্রিয় সুহৃদ, আপনি এখন জানেন রক্তদানের গুরুত্ব। আর রক্তদান একটি মহান সেবা। এজন্যে প্রয়োজন শুধু আপনার একটু সদিচ্ছা—‘আমিও রক্ত দেবো!’ আপনার এতটুকু সদিচ্ছাই বাঁচতে সাহায্য করবে একটি অসহায় শিশুকে, একজন মৃত্যুপথযাত্রী মানুষকে। সেইসাথে আপনিও পাবেন শারীরিক সক্ষমতা ও মানসিক তৃপ্তি।

রক্তদানের মতো একটি মহান মানবিক কাজে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়েই একটি ছেলে হয়ে ওঠে পরিপূর্ণ পুরুষ এবং একটি মেয়ে অনুভব করে তার নারীত্বের মহিমা। তাই আপনার ১৯ তম জন্মদিনকে স্মরণীয় করে রাখুন প্রথম রক্তদানের মাধ্যমে। আপনাকে অভিনন্দন জানানোর জন্যে কোয়ান্টাম ল্যাবে অর্গানিয়ার ও কোয়ান্টিয়ার ছাড়াও অপেক্ষমাণ পাবেন অনেক দুরারোগ্য রোগী অথবা তার আত্মীয়কে।

সেইসাথে বাংলাদেশকে স্বচ্ছা রক্তদানে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে যেখানেই সম্ভব 'অজেয় ১৯' সেমিনারের আয়োজন করুন।



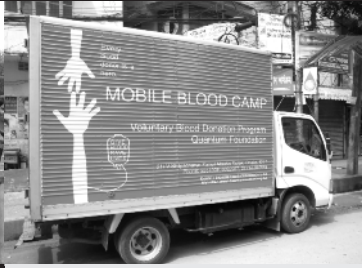
ল্যাবে রক্তের অপেক্ষায়



বিশ্ব রক্তদাতা দিবসে র্যালি



ক্যাম্পে মোটিভেশন



ক্যাম্পে রক্তদান



সেল সেপারেটর সেন্দ্রিফিউজ মেশিন



কর্মব্যস্ত টেকনোলজিস্টগণ



জাপানি স্বেচ্ছাসেবী দলের ল্যাব পরিদর্শন



অজেয় ১৯-এর অনুষ্ঠানে

স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম



কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন

৩১/ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন সড়ক, শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭
(ইস্টার্ন প্লাস মার্কেটের পূর্ব পাশে)

ফোন : ০১৭৩০-৪৪১২৭৩, ০১৭১৪-০১০৮৬৯

E-mail : ajeo19@quantummethod.org.bd

Website : www.quantummethod.org.bd